শারীরিক শিক্ষা চর্চা বিভাগ
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়,খুলনা।
আন্তঃডিসিপ্লিন ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০২৩

বাইলজ(১ম খন্ড)

১। আন্তঃডিসিপ্লিন ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সকল খেলা এমসিসি কোড ২০১৭ অনুমোদিত ও সংশোধিত আইসিসি কোড অব কন্ডাক্ট বি,সি,বি কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। খেলা চলাকালীন খেলা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

২। আন্তঃ ডিসিপ্লিন ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ২০২৩ এর লীগ পর্যায়ের খেলাগুলি ১০ ওভার এবং নক আউট পর্বের খেলাগুলি ২০ ওভার করে অনুষ্ঠিত হবে। লীগ পর্যায়ের খেলাগুলি প্রতিদিন ৩টি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সর্বমোট ২৮টি ডিসিপ্লিনকে নিয়ে ০৯টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রথমে গ্রুপ লীগের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের মধ্য থেকে নেট রানরেটের ভিত্তত্তে প্রথম ৭টি দল এবং অবশিষ্ট ২টি দলের মধ্যে প্লে আব ম্যাচ খেলার মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন দল ৮ম দল হিসেবে সরাসরি নকআউট পর্বে উন্নিত হবে । এরপর পর্যায়ক্রমে কোয়ার্টার ফাইনাল , সেমি ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ লীগের ৮টি চ্যাম্পিয়ন দল এই টুর্ণামেন্টের ঃ এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বনাম ই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল, , বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল বনাম এফ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল, সি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল বনাম জি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল, ডি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল বনাম এইচ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দলের সাথে প্রথমে কোয়ার্টার ফাইনাল তারপর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহন করবে্

৩। সেমি ফাইনাল ফরমেটঃ **সেমিফাইনাল:**

বিজয়ী ১নং কোয়ার্টার ফাইনাল দল বনাম বিজয়ী ৩নং কোয়ার্টার ফাইনাল দল	মেঘনা
বিজয়ী ২নং কোয়ার্টার ফাইনাল দল বনাম বিজয়ী ৪নং কোয়ার্টার ফাইনাল দল	রূপসা

ফাইনাল ঃ বিজয়ী মেঘনা বনাম বিজয়ী রূপসা

৪। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী দ্বারা প্রতিটি ডিসিপ্লিনের দল গঠিত হবে। ২৬ বছরের উর্দ্ধে কোন খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারবে না অর্থাৎ যেদিন /সময় তার বয়স ২৬ বছর পূর্ন হবে সেই দিন/ সময় হতে সে খেলায় অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রতি দলে ১৫(১১+৪) জন খেলোয়াড় থাকবে। স্নাতক/স্নাতোকত্তোর ডিগ্রীর ফলাফল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর কর্তৃক প্রকাশ হলে এবং উক্ত ফলাফল প্রকাশের দিন হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এরপরও যদি এরুপ কোন শিক্ষার্থী ফলাফল প্রকাশের পর প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে এবং বিপক্ষ দল যদি প্রতিবাদ করে এবং প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে প্রতিবাদকারী দলকে বিজয়ী ঘোষনা করা হবে।

৫। খেলোয়াড়দের জার্সি শারীরিক শিক্ষা চর্চা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ডিজাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হবে এবং জার্সির পিছনের নম্বর কমপক্ষে ৯ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য হতে হবে।

৬। সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট পূর্বে খেলোয়াড়দের তালিকা (১৫ জন) যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক জমা দেওয়াসহ উভয় দলকে পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় মাঠে হাজির থাকতে হবে। যদি কোন দলের বিলম্বের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে খেলা শুরু করা সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত দলের ইনিংস থেকে (ব্যাটিং কালিন) প্রতি ৪ মিনিট বিলম্বের জন্য ১ ওভার করে কর্তন করা হবেএবং সর্বোচ্চ ০৫ ওভার পর্যন্ত কর্তন করা হবে। এ বিলম্ব ৩০ মিনিট এর অধিক হলে উপস্থিত দলকে ওয়াক ওভার দেওয়া হয়েছে বলে বিবেচিত হবে । যদি উভয় দলই খেলা শুরুর নির্দিষ্ট সময়ের ৩০মিনিটের মধ্যে মাঠে উপস্থিত্ হতে না পারে তাহলে উক্ত খেলাটি বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে না এবং কোন দলই কোন পয়েন্ট পাবেনা। **শাস্তি সরুপ ১৪ নং ধারা কার্যকর হবে।**

৭। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ডিসিপ্লিন থেকে ২০(কুড়ি) জনের একটি খেলোয়াড় তালিকা ছবি ও আইডি কার্ডের কপিসহ শাশিবিতে সরবরাহ করতে হবে। উক্ত কুড়ি জনের মধ্য হতে ভবিষ্যতে দল গঠন করতে হবে। তবে ২০(কুড়ি) জনের বাহির হতে যদি নতুন কোনো খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত করতে হয় সেক্ষেত্রে সুর্নিদিষ্ট কারন উল্লেখ করে ডিসিপ্লিন প্রধানের সিল সাক্ষর যুক্ত লিখিত পত্র শারীরিক শিক্ষা চর্চা বিভাগে কমপক্ষে খেলার ০২ দিন পূর্বে সরবরাহ করতে হবে।

৮। **নতুন আইন:** কোন ব্যাটস্ম্যান ক্যাচ আউট হলে নতুন ব্যাটস্ ম্যান স্ট্রাইক প্রান্তে এসে ব্যাটিং শুরু করবেন। ১০ ওভার এবং ২০ ওভার ম্যাচ প্রতি ইনিংস শেষ করার জন্য ৪৫ মিনিট এবং ৮৫ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনিংস শেষ করতে না পারলে (১০ ওভারের জন্য ৪৫ এবং ২০ ওভারের জন্য ৮৫ মিনিট) যে কয় ওভার খেলা বাকি থাকবে ফিল্ডিংকারী দল সেই কয় ওভার ১ জন ফিল্ডারকে ৩০ গজ বৃত্তের ভিতরে নিয়ে ফিল্ডিং করাবে। অনুরুপভাবে ২য় ইনিংস এর ফিল্ডিংকারী দল যদি একই নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রয়োজ্য হবে। খেলা চলাকালীন নষ্ট সময় সংরক্ষন ও তার প্রয়োগের এখতিয়ার সম্পূর্ণ আম্পায়ারের উপর থাকবে। পর পর দুই খেলায় যদি কোন দল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোলিং শেষ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে দলীয় অধিনায়ক পরবর্তী ১ (এক) টি খেলার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

৯। খেলা শুরুর নিদিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট পূর্বে টস অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম রাউন্ডের প্রতিদিন ৩টি খেলা যথাক্রমে সকাল ৯.৩০ টায়, বেলা ১১-৪৫টায় এবং বেলা ০২-০০ টায় শুরু হবে। নক ইউট পর্বের প্রতদিন ২টি খেলা সকাল ৯-৩০ টায় এবং বেলা ১-০০ টায় শুরু হবে।

১০। যদি প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পিচের ত্রুটির কারণে বা পরিচালনা কমিটির কোন সিদ্ধান্তের কারনে বিলম্বে খেলা শুরু হয় তাহলে পরিচালনা কমিটি খেলার ওভার পূনর্নির্ধারণ পুর্বক খেলা পরিচালনা করবে।

১১। আই সি সি ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক খেলার নিয়ম অনুযায়ী আম্পায়ারগন খেলা পরিচালনা করবেন। ১০ ওভার খেলার ক্ষেত্রে ৩ ওভার এবং ২০ ওভার খেলার ক্ষেত্রে প্রথম ৬ ওভার ফিল্ড রেসট্রিকশনের আওতায় (৯ জন ফিল্ডার ৩০ গজ বৃত্তে মধ্যে ফিল্ডিং করবে) থাকবে। বাকী ওভারের খেলায় সর্বোচ্চ ৫জন ফিল্ডার ৩০ গজ বৃত্তের বাইরে ফিল্ডিং করতে পারবে। নতুন আইন অনুযায়ী আহত ব্যাটসম্যানের জন্য কোন রানার গ্রহন করা যাবে না।

১২। ১০ ওভারের খেলার ক্ষেত্রে ৩ এবং ২০ ওভারের খেলার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০৬ ওভার, খেলা না হলে খেলাটি পরিত্যাক্ত বলে গন্য হবে এবং উভয় দলের মধ্যে ১/১ করে পয়েন্ট ভাগাভাগি হবে (রবীন লীগের জন্য)। কোয়ার্টার ফাইনাল/সেমিফাইনাল ও ফাইনালের ক্ষেত্রে খেলাটি পূনরায় অনুষ্ঠিত হবে।

১৩। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন রূপ আপত্তি গ্রহন করা হবে না। তবে খেলা সম্পর্কিত অন্য কোন আপত্তি থাকলে খেলা শেষ হওয়ার ১ ঘন্টার মধ্যে দলের শিক্ষক প্রতিনিধি এবং অধিনায়কের যৌথ স্বাক্ষরে ২০০/- (দুইশত) টাকা অফেরৎযোগ্য ফি দিয়ে পরিচালক শারীরিক শিক্ষা চর্চা বিভাগ বরাবর লিখিত আবেদন করা যাবে।

১৪। ওয়াক ওভার প্রদানকারী দল/দলসমূহ এই টুর্নামেন্টে আদৌ অংশ গ্রহন করেনি বলে ধরে নেয়া হবে এবং ঐদল/ দলসমূহের স্বপক্ষে বিপক্ষে সকল প্রকার ফলাফল/রেকর্ড বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ব্যক্তিগত নৈপুন্য গন্য করা হবে। ওয়াক ওভার প্রদানকারী দল পরবর্তী এক মৌসুম আন্তঃডিসিপ্লিন ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারবে না।

১৫। খেলা চলাকলীন সময়ে কোন দলের খেলোয়াড়রা যদি বিভিন্ন অজুহাতে/এখতিয়ার বহির্ভুত কারণে বারবার আপত্তি জানিয়ে খেলার স্বাভাবিক গতি ও সময়ের বিলম্ব ঘটায় বা চেষ্টা করে তাহলে ঐ দলের ব্যাটিং এর বিলম্বিত সময়ের জন্য ০৮নং ধারা প্রযোজ্য হবে এবং ঐ দিনের অধিনায়ক পরবর্তী ০১(এক) ম্যাচে খেলার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

১৬। টার্গেট স্কোর নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন খেলার ফলাফল টাই হিসাবে গন্য হবে না। টার্গেট স্কোরের চাইতে এক রান কম হওয়ার অর্থ পরাজিত হওয়া। টার্গেট স্কোর নিম্নরূপঃ-

টার্গেট স্কোর = (২য় ব্যাটিং দলের নর্ম – ১ম ব্যাটিং দলের নর্ম) x ১ম ব্যাটিং দলের রান।

ওভার নর্ম (প্যারাবুলা মেথড)

৩-২২	৯-৬২	১৫-৯৯
৪-২৮	১০-৬৯	১৬-১০৫
৫-৩৬	১১-৭৫	১৭-১১০
৬-৪৩	১২-৮১	১৮-১১৫
৭-৪৯	১৩-৮৭	১৯-১২১
৮-৫৬	১৪-৯৩	২০-১২৬

এই ফর্মূলা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবেঃ-

প্রথম ব্যাটিংকারী দল পূর্ণ ২০ ওভার ব্যাট করেছে কিন্তু ২য় ব্যাটিংকারী দলের ইনিংসের ওভার কর্তন করতে হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যাটিংকারী দল নির্ধারিত ওভারের চেয়ে কম ওভার ব্যাট করার সুযোগ পাবে।

উদাহরণ ঃ

টীম এ পূর্ণ ২০ ওভার ব্যাট করে ১৮০ রান করেছে কিন্তু টীম বি মোট ১৫ ওভার ব্যাটিং করার সুযোগ পাবে। এ ক্ষেত্রে টার্গেট স্কোর = (৯৯ – ১২৬) x ১৮০ = ১৪১ রান।

১৭। ফলাফলঃ

রবীন লীগের (প্রথম রাউন্ডের) খেলা যদি টাই হয়, তবে উভয় দলের মধ্যে পয়েন্ট ১-১ ভাগাভাগি হবে । নক আউট ভিত্তিক খেলার ক্ষেত্রে যদি কোন খেলা টাই হয়, তাহলে সুপার ওভারের মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হবে। নির্ধারিত ওভারের খেলা শেষ হওয়ার পর ১(এক) ওভার করে সুপার ওভারের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সুপার ওভার শুরুর পূর্বেই উভয় দল হতে ৩ জন ব্যাটম্যান ও ১জন বোলারের সমন্বয়ে ৪ জনের দলের একটি তালিকা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। এই ৪ জনের দল হতে সর্বমোট ৩ জন ব্যাট করার সুযোগ পাবে। সুপার ওভারের খেলা টাই হলে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

১৮। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন/ গ্রুপ রানার্স আপ নির্ধারনের ক্ষেত্রে যদি উভয় দলের পয়েন্ট সমান হয় তবে নেট রান রেটের ভিত্তিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও গ্রুপ রানার্স-আপ নির্ধারন করা হবে।

২য় খন্ড (শাস্তি)

১৯। যদি কোন খেলোয়াড় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনিহা প্রকাশ করে অথবা আপত্তি জানায় অথবা দর্শক উত্তেজিত করার মনোভাব দেখায় বা অঙ্গ ভঙ্গি করে।

শাস্তিঃ ঐ খেলোয়াড় বা একাধিক খেলোয়াড় আম্পায়ারের রির্পোট এর ভিত্তিতে পরে ২ (দুই) টি খেলায় অংশগ্রহনে অযোগ্য বিবেচিত হবে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি হতে পারে। এছাড়াও কোন খেলোয়াড় মাঠে স্লেজিং করলে আম্পায়ার ক্রিকেটের নিয়মানুযায়ী তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবেন।

২০। কোন দল/ দলের সমর্থক যদি মাঠের বাইরে থেকে অশোভন আচরণ করে অথবা খেলার স্বাভাবিক গতিতে বাধা সৃষ্টি অথবা খেলার পরিবেশকে ঘোলাটে করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক ঐ ডিসিপ্লিনের অধিনায়কে ডেকে তার দলের দর্শক সমর্থকদের ঐ ধরনের আচরণ থেকে বিরত করার জন্য বলা হবে। একই খেলায় পনুরায় এ ধরনের ঘটানার কারণে আম্পায়ার যদি খেলা চালাতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাৎক্ষনিক ঐ খেলার সমাপ্তি ঘোষনা করা হবে।

শাস্তি ঃ বিপক্ষ দলকে বিজয়ী ঘোষনা করা হবে। এছাড়াও ঐ দলকে টুর্ণামেন্টের অবশিষ্ট খেলা (যদি থাকে) থেকে বিরত রাখা হবে এবং পরবর্তি একটি মৌসুমের ক্রিকেট খেলা থেকে বিরত রাখা হবে। এছাড়া ঐ দলের পূর্বের খেলার (পক্ষে এবং বিপক্ষে) সকল ফলাফল বাতিল বলে গন্য হবে । আদৌ ঐ দল টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহন করেনি বলে ধরে নেয়া হবে। যদি উভয় দল এরুপ ঘটনা ঘটায় তাহলে উভয় দলের ক্ষেত্রে এই শাস্তির ধারা কার্যকর হবে।

২১। খেলা চলাকালীন বা খেলার আগে পরে কোন দলের সমর্থক অথবা খেলোয়াড় দ্বারা আম্পায়ার/স্কোরার যদি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয় বা আঘাতপ্রাপ্ত হয় ঃ

শাস্তি ঃ ঐ দলকে ঐ টুর্ণামেন্টের অবশিষ্ট খেলা হতে বিরত রাখা হবে। এছাড়া ঐ দলের পূর্বের খেলার (পক্ষে এবং বিপক্ষে) সকল ফলাফল বাতিল বলে গন্য হবে । আদৌ ঐ দল টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহন করেনি বলে ধরে নেয়া হবে এবং পরবর্তি ৩ (তিন) টি মৌসুমের ক্রিকেট টুর্ণামেন্টে খেলার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং ঐ দিনের খেলোয়াড় তালিকায় থাকা খেলোয়াড়রা শারীরিক শিক্ষা চর্চা বিভাগের সুপারিশে কোন ক্রীড়া বৃত্তি এবং ক্রীড়া সনদ পাবে না বা ঐ সকল খেলোয়াড়দের বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল গঠনে ডাকা হবে না। এছাড়াও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে শাস্তি আরও বৃদ্ধি হতে পারে।

২২। কোন দল আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে অনিহা প্রকাশ করে খেলতে অস্বীকৃতি জানায় এবং আম্পায়ার যদি ১০মিঃ এর মধ্যে খেলা শুরু করতে না পারেঃ

শাস্তি ঃ নিয়মাবলীর ১৫ এবং ২১ নং ধারার শাস্তির অংশ কার্যকর হবে।

২৩। শুধুমাত্র দর্শক/সমর্থকদের কারণে কোন খেলার পরিবেশ যদি নষ্ট হয় অথবা আম্পায়ার বা স্কোরার লাঞ্ছিত হয় ঃ

শাস্তি ঃ ঐ সকল দর্শক বা সমর্থকদের খেলার মাঠে অবাঞ্ছিত ঘোষনা করা হবে সেইসাথে ক্রীড়া উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে কমিটি গঠন করে তদন্তের মাধ্যমে অধিকতর শাস্তির জন্য তদন্ত রির্পোট ছাত্র বিষয়ক পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হবে।

২৪। যদি এক বা একাধিক ডিসিপ্লিনের বিরুদ্ধে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় ঐ সকল ডিসিপ্লিনের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকবেন । তবে শাস্তির বিষয় ঐ দুই দলের শিক্ষক প্রতিনিধির মতামত গ্রহন করা হবে না।

২৫। সর্বোপরি প্রতিযোগিতা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ তাৎক্ষনিক কার্যকর হবে এবং কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
শারীরিক শিক্ষা চর্চা বিভাগ
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।